রাগের ক্রমবিবর্তন ধারাটি যদি আমরা গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, 'রাগ' নামক জিনিষটি, জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত, নানাভাবে বর্গীকৃত বা শ্রেণীকৃত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গতঃ বলে নেওয়া ভালো যে, নিরঙ্কুশ 'রাগ' বা উপপদ-বিহীন "রাগ" বা জাতি-রাগ (জাতি নয়) জন্মেছিল "জাতি" থেকে। অনেকেই ভুলক্রমে জাতিকেই 'জাতিরাগ' বলে থাকেন। অথচ, নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ১৮টি জাতি ব্যতীত দু'চারটি 'রাগ' যা লোকে গেয়ে থাকে সেইগুলি সবই 'জাতি' থেকে জন্মেছে। সিংহভূপাল নাট্যশাস্ত্রের লুপ্ত অংশ উদ্ধার করে আমাদের উপহার দিয়েছেন এইভাবে—

(১) জাতি-সম্ভূতত্বাদ্-রাগ-রাগাণাম্

(২) যৎকিঞ্চিদ্‌গীয়তে লোকে তৎসর্বং জাতিষু স্থিতম্।

জাতি থেকে উৎপন্ন এই যে 'জাতিরাগ' এই রাগের সংখ্যা ছিল ২০টি। এদের নামগুলি শার্ঙ্গদেব জানিয়েছেন এইভাবে—শ্রীরাগ, নট্ট, বঙ্গাল (১ম), বঙ্গাল (২য়), ভাস, মধ্যম-ষাড়ব, রক্তহংস, কোল্‌হাস, প্রসব, ভৈরব, ধ্বনি, মেঘরাগ, সোমরাগ, কামোদ (১ম), কামোদ (২য়), আম্রপঞ্চম, কন্দর্প, দেশাখ্য, কৈশিক-ককুভ এবং নট্টনারায়ণ। ভরতের কালে এদের জাতি-রাগ বলা হলেও পরবর্তীকালে এদের 'জাতি' থেকে আলাদাভাবে চেনাবার জন্য শুধু 'রাগ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

যাই হোক, রাগের ইতিহাসে দেখা যায়, সর্বপ্রথম জন্মেছিল গ্রামরাগ, তারপর জাতিরাগ বা রাগ এবং উপরাগ। এরপর যথাক্রমে ভাষা-বিভাষা-অন্তর্ভাষা রাগ এবং দেশী-রাগ। দেশী-রাগকে যথাক্রমে রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। পরবর্তীকালে দ্বাদশ-শতাব্দী থেকে দেশীরাগগুলি জনক-জন্য, পুরুষ-স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ এইভাবে চিহ্নিত হতে থাকে।

রাগ গাইবার রীতি প্রচলিত হবার আগে জাতি গানের প্রচলন ছিল। জাতির উৎপত্তি হয়েছিল মূর্চ্ছনা থেকে। মূর্চ্ছনার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েচি। এই জাতির অর্থ কিন্তু বর্তমান ঔড়ব-ষাড়ব প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

নাট্যশাস্ত্রে মোট আঠার রকম জাতির উল্লেখ আছে। তার মধ্যে সাতটি ছিল শুদ্ধ জাতি এবং এগারটি বিকৃত জাতি। শুদ্ধ জাতির লক্ষণে গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, ষাড়বত্ব, ঔড়বত্ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, মন্দ্র ও তার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলির অতিরিক্ত শুদ্ধ জাতিকে সব সময় সম্পূর্ণ থাকতে হবে এবং তার-স্থানে ন্যাস করা চলবে না।

সাতটি শুদ্ধ জাতির নাম ছিল : ষাড়্জী, আর্ষভী, ধৈবতী, নৈষাদী, গান্ধারী মধ্যমা ও পঞ্চমী। এর মধ্যে প্রথম চারটি হ'ল ষড়্জ গ্রাম জাত, বাকী তিনটি উদ্ভূত মধ্যম গ্রাম থেকে।

এগারটি বিকৃত জাতি হয়েছিল ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের জাতিগুলির সংমিশ্রণে।

সাতটি শুদ্ধ জাতি থেকে আবার মোট ১৫৩টি বিকৃত জাতি রচিত হয়েছিল। এই বিকৃত জাতিগুলি কিন্তু উপরোক্ত ১৯টি বিকৃত জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ১৫৩টি বিকৃত জাতিকে বলা হত "শুদ্ধ-বিকৃত" জাতি। ষাড়্জী নামক শুদ্ধজাতি থেকে ১৫টি এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি জাতি থেকে ২৩টি "শুদ্ধ-বিকৃত" জাতির জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ ১×১৫=১৫ এবং ৬×২৩=১৩৮ মোট ১৫+১৩৮=১৫৩টি।